গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

# "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ "শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য

# টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

**ক) প্রকল্পের বিবরণী :**

১। প্রকল্পের নাম : "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৪। প্রকল্প এলাকা :

| বিভাগ | জেলা | উপজেলা | সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা |
|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | -- | চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন |

৫। **প্রকল্পের ব্যয় :** (লক্ষ টাকায়)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মোট | : | ২০৪৯৮২.০০ |
| ২ | জিওবি | : | -- |
| ৩ | নিজস্ব অর্থ | : | ২০৪৯৮২.০০ |
| ৪ | অন্যান্য | : | -- |

**গ) বাস্তবায়নকাল :**

| আরম্ভের তারিখ | সমাপ্তির তারিখ |
|---|---|
| জুলাই, ২০১৭ | জুন, ২০২২ |

**ঘ) প্রকল্পের পটভূমি:** চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং বর্হিবাণিজ্যের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৮০ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়। বর্হিবিশ্বের সাথে আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। ২০২১ সালের মধ্যে চবকের বে-টার্মিনাল এবং লালদিয়া টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বিধায় চবকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

**ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের অধিক সংখ্যক জাহাজ বার্থিং, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য;
- চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কাজের ও অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১টি ডলফিন জেটিসহ জেটি, কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণও পশ্চাৎসুবিধাদি নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় ইক্যুপমেন্ট ও জলযান সংগ্রহ করা;
- বার্থ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বন্দরের ফিডার ভেসেলের জট কমানো;
- জাহাজের গড় অবস্থান কাল হ্রাস;
- জাহাজের বার্থি এর ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বহিঃনঙ্গোরে অবস্থানরত জাহাজ সমূহের বার্থিং সময় কমানো;

- বার্থি জট নিরসন।

**চ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- ৬ লেন- রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ;
- রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (২টি সেড- ২*২০০০ ব.মি, আভ্যন্তরীণ রাস্তা-৬মি*১২০ মি ও অন্যান্য ছোট স্থাপনা= ৩*১০০ ব.মি)
- ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ (১৬৭৭৫০ঘমি রাস্তা বাদে ২২ একর জায়গায় এসসিপি সিস্টেম)
- ১০নং খালের জন্য বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ (২৭০ মি)
- আরসিসি ইয়ার্ড (১৬ একর অভ্যাঃ ইয়ার্ড ও রাস্তা) এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ
- হোয়ার্ফ/জেটি নির্মাণ(৬০০ মি*৪৩ মি)-৩টি বার্থ
- স্টিল সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (১১০মি*১৪ মি)
- রেলওয়ে লোকমটিভ ক্রয় (১৪০০ এইচপি সান্টিং ইঞ্জিন)
- ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ
- ডিজিটাল পোর্ট সলূশন
- কি গ্যান্টি ক্রেন (কিউজিসি) ক্রয় (৪০ টন)
- রাবার টায়ার্ড গেন্ট্রি (আরটিজি) ক্রয় (৪০ টন)
- টাগ বোট (৫০ টন ও ৫০ টন)
- পাইলট বোট ক্রয়

**ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব :**

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
২. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা,প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যপর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৭. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ,
অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৭.১ বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ, চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানী কাজের ও অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সহায়ক হবে কি-না এ বিষয়ে মতামত প্রদান;
৭.২ জাহাজ বার্থিং, কার্গো কন্টেইনার হ্যান্ডলিংএবং কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্দরের ফিডার ভেসেলের জট কমানো, জাহাজের অবস্থানকাল হ্রাস, ও বহি:নোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজসমূহের বার্থিং সময় হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকানির্ণয়;
৮. প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan)বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
৯. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি;(i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়েকর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১০. ক্রমিক নং ৯-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

১২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে;

১৩. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতিকারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে ।

**জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা :**

| ক্রমিক নং | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|
| ১. | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান | | ● গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। |
| ২. | (ক)টীম লিডার: | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইন্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ● বন্দর সংক্রান্ত কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য;<br>● সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক;<br>● টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের এবং ডেপুটি টীম লিডার হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;<br>● কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহঅন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং<br>● পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;<br>● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; |
| | (খ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। MCIPS ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | ● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; |
| | (গ) Quality andControll Engineer | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক /স্নাতকোত্তর ডিগ্রি | ● সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| | (ঘ) পরিসংখ্যানবিদ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী | ● মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় SPSSসহ অন্যন্য Statistical Software Package পরিচালনায় ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। |

**ঝ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে :**

| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি |
| ২। | ১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি |
| ৩। | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ১০০ কপিজাতীয় কর্মশালার জন্য |
| ৪। | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজী) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি |
| ৫। | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজীতে) | চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে | (৪০+২০) = ৬০ টি |

ঞ) **ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় :**

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান; ইত্যাদি।